

কে হয় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

বিখ্যাত মানুষদেরকে এড়িয়ে চলতেই ভাল লাগে। ভয় হয় - শঙ্কা হয় এত দিন শ্রদ্ধার আসনে বসানো মানুষটিকে আবার ভুল না বুঝি। তার চেয়ে থাকুক না শ্রদ্ধার আসনটি পাতা আমার শ্রদ্ধার্থের বেদিমূলে যেমনটি আছে তেমনি। কে জানে কোন সীমাবদ্ধতার সীমানায় ঢেকে আছে তার কোন দুর্বলতা? এই যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারাক্ষণের সাথী আমার - তারও অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। আছে আরও হাজারো মানুষের মতো ভাল না লাগার মতো অনেক উপাদান। কিন্তু আমরা কী তাকে খুব গ্রাহ্য করি? কিন্তু যদি থাকতাম তারই সময়ে। থাকতাম সাহচর্যে। থাকতাম অনেক আবেগের মূহুর্তে। রবীন্দ্রনাথ হতে পারতেন কোন বিরক্তির কারণ! কোন এক শ্রান্ত-পরিশ্রান্ত সময়ে তার ওই রবীন্দ্রিক কথা বার্তা ভাল নাও লাগতে পারতো? অথচ আজ। কি অবাধে বিচরণ রবীন্দ্র সরণিতে। যখন ইচ্ছে - যতক্ষণ ইচ্ছে নেড়ে চেড়ে নেই। অবগাহন করি রবীন্দ্র সংগীতে। যখন যেমন খুশী চারুলতাকে প্রেমিকা করি। ভাল না লাগলে মাধবীকে। বলি, “ও মাধবী, দ্বিধা কেনো?” ঘটতে তোলা জলে দম আটকে আসলে কেতকি মিত্রের সরোবরে স্নান করি। না দেখা রবী ঠাকুর কত বেশি শ্রদ্ধার-দৃশ্যমান রবীন্দ্রনাথের তুলনায়। এ যেনো বড়র প্রেম দুরে ঠেলে দিয়েই আকর্ষণ বাড়ায়।

এইতো সেদিন বাইরে তুমুল তুষারপাত। এই নভেম্বরেই কানাডার উত্তরের প্রভিন্সগুলোতে এত বরফ পড়ে জানতাম না। একটু দেরিতেই বেড়িয়েছি। গন্তব্য বাড়ি থেকে প্রায় শতিনেক কিলোমিটার দূরে এক শহর। পরের দিনের ভোর বেলার কনফারেন্সে হাজিরা। মিটিং শেষে ওইদিনেই ফিরতে হবে। তাই পরিবারছুট একা। পথে বেড়িয়েই টের পেলাম আজকের পথখানি শ্বেত-শুভ্র বরফে ঢেকে আছে। ভেতরের রবীন্দ্র সংগীতের সুধারসে কতটুকু ডুবে থাকা যাবে কে জানে?

মাঝে মাঝে ভালই লাগে একা থাকতে। দু'এক দিনের এরকম ঝটিকা টুয়ে তাই সঙ্গী প্রায় আড়াই শ' রবীন্দ্র সংগীতের এমপি-থ্রি সিডি। লেক সুপিরিয়রের পার দিয়ে সর্পিলা অথচ স্বপ্নিল পথখানি নিমিষেই কাটিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রিক আমাজেই পাড়ি দেয়া যায়। মাঝে মাঝে শুধু পছন্দের শিল্পীকে উলটে পালটে নিতে হয় এই যা। এই যেমন, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাকে আমার তেমন ভাল লাগে না যেমন টানে ইফফাতারা দেওয়ান। মিতা হকে মোহিত হই। পঙ্কজ মল্লিকের “এমনো দিনে তারে বলা যায়” চোখে নামিয়ে দেয় ভরা বর্ষা। সুবিনয় রায় কিংবা শান্তিময় ঘোষের ভরাট গলায় যে মাদকতা আনে - সুচিত্রা মিত্রকে তেমনই লাগে কাঠিন্যতায় ভরা। সাগরের সেনের গানে আজ আর খুঁজে পাই না কলেজ হোস্টেলের দেয়ালের পেছনের বি ডি আর পিলখানার জলা জমিতে ঘন বৃষ্টির সে আবহ। তাই পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাওয়া ট্রান্স কানাডা হাইওয়ের ঢালুতেই বদলে দেই সাগর সেনকে। সুমন চট্টোপাধ্যায় কে ছাড়িয়ে শ্রীকান্ত আচার্যে কান বাড়াই।

প্রচন্ড গতিতে ছুটে চলা যান ক্রমান্বয়ে ছাড়িয়ে যায় বৈচিত্রময় ল্যান্ডস্কেপ ।
উদাসী হাওয়ায় আমিও ভেসে যাই । হেসে যাই । এই ভাবেই একা আমি, একা
আরও একা হতে হতে পৌঁছে যাই গন্তব্যে । বাইরের প্রবল তুষার ঝড় গাড়ির
গতিকে কমাতে পারলেও ভেতরের রবীন্দ্র সুধারসে ডুবে যাই অতলে । আমার
রবীন্দ্র নাথ তাই এতো বৈচিত্রে ধরা দেয় । কে তাকে থামায় সময়ে ? কে তাকে
থামায় দূরত্বে ? কালের বেড়া জাল আর কল্পনার সীমা রেখা ভেদ করে এক শ
বছরের রবীন্দ্র নাথ কী আধুনিক- কী ঝকমকে তরতাজা । ঠিক যেনো জানালার
পাশে হাত দিয়ে ছোঁয়া ভিজে যাওয়া আম পাতা । হাত বুলালেই টুপ করে পড়ে
যাবে জল । সদ্য ভেজা নরম পাতার সবুজে ভরে উঠবে মন ।

আজো যেমন প্রিয় কোনো মানুষের ই-মেলে খুশী হই । কত দিন দেখা হয় নাই
! কতদিন পরে মনের এক পাশে পড়ে থাকা ব্যথাটা চিন করে কঁকিয়ে উঠলো ।
শুধুই ছোট্ট একটা বাক্য, “ তোমার সবগুলো লেখাই পড়ি । ভালো লাগে খুব । ”
কাছে থাকলে কী আজকের এই ভাল লাগা এতো ভাল লাগতো ? ভাল লাগবে
বলেই যারা ভালবেসে কাছে থাকলো, তাদেরও ভাল লাগে না এতটুকু । দূরে
থাকার আর দূরে রাখার মহিমা বুঝি এটাই ! কে না হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে
ভালবাসে??

।। নভেম্বর ৭, ২০০৭। লেক সুপিরিয়র । কানাডা ।।

sarkerbk@yahoo.com